কালের কণ্ঠ

তারিখ ...01 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...১...

শাবিপ্রবিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা

অভিযুক্ত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

আবারও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দিল সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটল সেখানে। ছাত্ররা শিক্ষকদের পিটিয়ে আহত করেছে। অবক্ষয়ের আর বাকি থাকল কী? জাতিকে লজ্জায় ডুবিয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। অভিযোগের আঙুল সরাসরি উঠেছে ছাত্রলীগের দিকে। যদিও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সে দায় নিতে নারাজ। আক্রান্ত শিক্ষকদের অভিযোগ, উপাচার্যের উসকানিতেই সরকারি দলের সহযোগী ছাত্রসংগঠনটির কিছু নেতাকর্মী শিক্ষকদের আক্রমণ করে। অবশ্য উপাচার্যও এ দায় নিতে অস্বীকার করেছেন। এটাই স্বাভাবিক। একজন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক। তিনি কেন শিক্ষকদের ওপর ছাত্রদের লেলিয়ে দেবেন—এমন প্রশ্ন ওঠাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যে শিক্ষকরা এই উপাচার্যকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন, তাঁরা আক্রান্ত হওয়াতেই প্রশ্ন উঠেছে।

রবিবারের এই ঘটনা ছিল টক অব দ্য কান্ট্রি। সারা দেশে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র ঘৃণা জানানো হয়েছে। দেশবরেণ্য লেখক ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, 'এখানে যে ছাত্ররা শিক্ষদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তারা আমার ছাত্র হয়ে থাকলে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া উচিত।' রবিবারের ঘটনায় তিনি যে মর্মবেদনায় ভুগছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু শিক্ষক নন, দেশের যেকোনো অনুভূতিশীল মানুষের জন্যই রবিবারের ঘটনাটি মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এই একটি ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্ম কোন দিকে যাচ্ছে, নষ্ট রাজনীতি ও ক্ষমতার লোভ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের। কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই প্রজন্ম, যাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে আগামী দিনের বাংলাদেশ। সমাজ কি এভাবেই নষ্টদের অধিকারে যাবে? শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদেরও নেই। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে বিশ্বমানের নাগরিক তৈরি হওয়ার কথা, সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এভাবে দল বেঁধে শিক্ষকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, আক্রমণ করতে পারে, এটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা জানি না, এই শিক্ষার্থীরা কোন পরিবার থেকে এসেছে। ব্যক্তিগত আচরণ ও সৌজন্যের বিন্দুমাত্রও কি তারা তাদের পরিবার থেকে পায়নি? নাকি তারা সেই পরিবারের সদস্য, যে পরিবারে মূল্যবোধ বলে কিছু নেই, যেখানে সবাই কেবল ব্যবহৃত হতে জানে?

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবার এই শিক্ষার্থীদেরই 'শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকারী' বলেছেন। শিক্ষকদের ওপর হামলার কোনো অভিযোগ পাননি বলে জানিয়েছেন তিনি; যদিও ঘটনাটিকে 'ন্যক্কারজনক ও নিন্দনীয়' বলেছেন। আমাদের প্রশ্ন, এই 'ন্যক্কারজনক ও নিন্দনীয়' ঘটনার প্রতিবাদে কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি? তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হিসেবে শিক্ষকদের ওপর এই বর্বর হামলার প্রতিবাদে পদত্যাগ করতে পারতেন। হামলায় আহত শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে পারতেন। তিনি তা করেননি। শিক্ষকদের মর্যাদার চেয়ে উপাচার্যের পদটি তাঁর কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে কি?

এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হতে হবে। তা না হলে এই ছাত্ররাই একদিন দানবে পরিণত হবে। শিক্ষক লাঞ্ছনার মতো অনভিপ্রেত ঘটনা যেন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে না ঘটে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।